MAR. 22 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

পরীক্ষার দিনক্ষণ নিয়ে এ কোন তামাশা?

গত ১৪ মার্চ একটি দৈনিক স্যারাদেশের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করার পর এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদেরও আরেক দফা বিভ্রান্ত করেছে। এ নিয়ে দেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র ৩ দিনের ব্যবধানে এভাবে পর পর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খবরে অমার্জনীয় ভুল তথ্য পরিবেশন করায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ডের অনেক কর্মকর্তাসহ দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষক মহলও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। দু'টি জাতীয় পরীক্ষার তারিখ ও সময় বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে পত্রিকাটি দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতারণাপূর্বক তাদের শিক্ষাজীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক খবর ছাপানোর পর কেবল ভুল স্বীকার বা দুঃখ প্রকাশেই এর মার্জনা হতে প্যারে না। ইতিপূর্বে অপর একটি দৈনিকও পরীক্ষার্থীদের এভাবে একবার বিভ্রান্ত করেছিল। তখন এ নিয়ে মহা হুলস্থুল পড়ে যায়।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে সকাল ১০টায় ইংরেজী ১ম পত্রের পরীক্ষা নির্ধারিত থাকলেও ঐদিন একটি পত্রিকা এই পরীক্ষা দুপুর ২টায় শুরু হবে বলে উল্লেখ করে। এর ফলে ঐদিন সকালে পরীক্ষার পূর্বে দেশের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক বিভ্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে এই পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা তা জানতে অস্থির হয়ে পড়েন এবং উদ্বিগ্নভাবে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ-খবর দিতে থাকেন। এতে পরীক্ষার্থীরা মানসিকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। পরদিন একই পত্রিকা এ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চায়। এ ঘটনার মাত্র ৩ দিন যেতে না যেতেই গত রবিবার ঐ পত্রিকা অপর এক খবরে জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশের অনার্স কলেজগুলোতে একযোগে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৩ মার্চ। অথচ এই পরীক্ষা ২২ মার্চ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবার কথা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই ভর্তি পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন না করলেও পত্রিকাটির এই খবরে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু সারাদেশের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ও অভিভাবককুল বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং সংশ্লিষ্ট কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। এ খবরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বিস্মিত হয় এবং দ্রুত কলেজগুলোতে তারা জানিয়ে দেয় যে, ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়নি। পত্রিকাটি অহেতুক সবার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। পর পর দু'টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির রহস্য কেউ খুঁজে পাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, এটি মুদ্রণ প্রমাদ নয়। আমরা ঐ পত্রিকার এই দায়িত্বহীনতার শাস্তি চাই।

—সুফিয়া বেগম,
সহকারী শিক্ষিকা,
আল-আমীন আদর্শ একাডেমী
শাহজাহানপুর, ঢাকা।